আমাদের সময়
www.dainikamadershomoy.com
১২
বৃহস্পতিবার
১৩ আগস্ট ২০১৫ ॥ ২৯ শ্রাবণ ১৪২২
২৭ শাওয়াল ১৪৩৬
বর্ষ ১১ সংখ্যা ১২৯

তারিখ ... 13 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৯ ...

অনিয়ম দুর্নীতির আখড়া কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

এইচ রবিন ●

ণর উচ্চশিক্ষার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো
। অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত। এ প্রতিষ্ঠানগুলো
াল সনদ-বাণিজ্যই নয়, চালিয়ে যাচ্ছে বড়
নর আর্থিক দুর্নীতিও। সব মিলিয়ে অন্তত ২৪
নর অনিয়ম ও দুর্নীতির সন্ধান পাওয়া গেছে।
া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে
ালয়ের দাখিলকৃত এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য
খ করা হয় গত বছর। এক বছর পেরিয়ে
ও কোনো প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ বা
বিদ্যালয়ের অগ্রগতির খবর নেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরে।
ঃ কিছু নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের
জিসি) সঙ্গে আজ বৈঠকে বসছে বেসরকারি
বিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ। এ বৈঠকে প্রধান
অতিথি থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।
উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার

- অসহনীয় টিউশন ফি
- অননুমোদিত ক্যাম্পাস
- আউটার ক্যাম্পাস
- সার্টিফিকেট বিক্রি

মান, সামগ্রিক চিত্র, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং তা উত্তরণের বিষয়ে আলোচনা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ ছিল প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান সমস্যা নিরসনে ইউজিসিকে ক্ষমতা প্রদান, বিভাগীয় শহরে ইউজিসির শাখা কার্যালয় স্থাপন এবং দুর্নীতিগ্রস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বীকৃতি বাতিলসহ মন্ত্রণালয়ের ১৯ দফা উদ্যোগ নেওয়ার কথা। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা আমাদের সময়কে জানান, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আইন মানছে না। তারা সরকারের নেওয়া অ্যাকশনের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে গিয়ে স্থগিতাদেশ নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় অনেকটা অসহায়। তবে দুর্বল আইনি লড়াইয়ের কারণেও মন্ত্রণালয় আইনি প্রক্রিয়ায় হেরে যায় বলে মন্তব্য করেন অনেক কর্মকর্তা। এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৪

অনিয়ম দুর্নীতির আখড়া কিছু বেসরকারি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় স্বল্প পরিসর ক্যাম্পাসে কার্যক্রম চালাচ্ছে, যেখানে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার কোনো সুযোগ নেই। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা দ্বন্দ্ব ও মামলা সমস্যা প্রকট। এক্ষেত্রে দারুল ইহসান, প্রিমিয়ার, সাউদার্নসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা খুবই করুণ। মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির বিরুদ্ধে অন্তত দেড় ডজন বিশ্ববিদ্যালয়ের মামলা চলছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে অনেক অনিয়ম-দুর্নীতিই বন্ধ হওয়া সম্ভব কার্যকর সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল ও অর্থ কমিটির মাধ্যমে। কিন্তু এসব কমিটির নিয়মিত সভা না করা বা মিটিং করা হলেও তাতে সরকারি এবং ইউজিসির প্রতিনিধি না রাখা, এসব মিটিংয়ে একাডেমিকসহ সব ধরনের কার্যক্রমের কোনো অগ্রগতি না জানানো, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনীয় আয়তন, যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদির স্বল্পতা, লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই-পুস্তক না থাকা। সরকারের আইন না মানায় অনেক প্রতিষ্ঠানে ভিসিসহ অন্যপদস্থ কর্মকর্তা নেই।

ইউজিসির এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসির নির্দেশনা ও বিদ্যমান আইন মানতে চায় না। যে কারণে উল্লিখিত অনিয়ম-দুর্নীতি ঘটছে। তবে অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অনেক মানসম্পন্ন পাঠদান করছে বলেও জানান তিনি।

প্রতিবেদনে অনিয়ম-দুর্নীতি রোধে সুপারিশ হচ্ছে– আইন ভঙ্গের প্রমাণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক বা স্থায়ী যে সনদই হোক তা বাতিলের ব্যবস্থা করা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় নিয়মিত মনিটরিং বৃদ্ধি ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মিটিং এবং অন্যান্য কার্যক্রমের ওপর বিস্তারিত তথ্য ও প্রতিবেদন তলব, অবৈধ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তা নেওয়া, আদালতের স্থিতাদেশ নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কঠোর সিদ্ধান্ত। এ ধরনের সমস্যা নিরসনকল্পে ইউজিসির সামগ্রিক কলেবর, লোকবল বৃদ্ধি, বিভাগীয় শহরগুলোয় শাখা কার্যালয় স্থাপন ও বিশ্ববিদ্যালয় উচ্ছেদে ইউজিসিকে ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ডা. আফছারুল আমিন বলেন, সেগুলো নিয়ে কমিটিতে আলোচনা হয়েছে। মন্ত্রণালয় বলছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনিয়ম-দুর্নীতি রোধে ইতোমধ্যে ইউজিসির চারটি কমিটি কাজ করছে। এর বাইরে আরও দুটি কমিটি কেন্দ্রীয়ভাবে গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

স্থায়ী কমিটির সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়মের অভিযোগ বিভিন্ন মহল থেকে উত্থাপিত হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দিতে বলে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ওই প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।